কালের কণ্ঠ

তারিখ 04 JUL 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম
শিক্ষার্থীদের সব ফি অনলাইনে সংগ্রহ করার উদ্যোগ

মোশতাক আহমদ ▷

অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে সব তফসিলি ব্যাংকের জন্য সমন্বিত নীতিমালা তৈরির কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সূত্র জানায়, এ ব্যবস্থা হলে অনলাইনে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য প্রয়োজনমাফিক জানতে পারবে শিক্ষার্থীরা। স্কুলের বা কলেজের কোড নম্বরে ফি, টাকা পাঠালেই হবে। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আর জমা দিতে হবে না।

সম্প্রতি এ উদ্যোগের কথা জানিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শিক্ষাসচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়, অনলাইন ব্যাংকিং ও মোবাইল পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফি সংগ্রহের বিষয়ে সব তফসিলি ব্যাংকের জন্য সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের ব্যাংকমুখী করা এবং তাদের আয়-ব্যয়-সঞ্চয় প্রভৃতির পরিকল্পনা করতে সক্ষম করে তোলা। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ছয় থেকে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে পারবে। এ কার্যক্রম ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

চিঠিতে আরো বলা হয়, স্কুল ব্যাংকিং কর্মসূচিকে গতিশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক করতে ব্যাংকগুলোর জন্য একটি নীতিমালা জারি রয়েছে। তাতে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যাবতীয় ফি সংগ্রহের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাদের সব ধরনের বৃত্তি, উপবৃত্তির অর্থও স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে জমা করা যাবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীদের মাঝে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলার জন্যই ২০১০ সালে শুরু হয় 'স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম'। ২০১১ সালে শিক্ষার্থীরা তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এ কার্যক্রম। এখন হিসাবসংখ্যা ৯ লাখ। এসব অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে ৮২৩ কোটি টাকা। তবে শহরের শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিং হিসাবসংখ্যা বাড়লেও পিছিয়ে আছে গ্রামের শিক্ষার্থীরা। গ্রাম এলাকায় হিসাবসংখ্যা তিন লাখ ৯৪ হাজার ৩৪৭টি; শহরে পাঁচ লাখ ৯১ হাজার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, সারা দেশে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা এবং তাতে অর্থ জমা করার প্রবণতা বেড়েছে। সব শিক্ষার্থীকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনার জন্য সরকার অনলাইন ব্যাংকিং সেবা তাদের হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে চাচ্ছে। এ জন্যই তৈরি করা হচ্ছে সমন্বিত নীতিমালা।